আলমডাঙ্গা মাছ বাজারে তিন ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গা মাছ বাজারে ড্রেন দখল করে ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে তিন ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার রাস্তা ও ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং দখলমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী।

অভিযানকালে মাছ বাজার এলাকায় রাস্তার ড্রেন অবৈধভাবে দখল করে মাছ বিক্রি করার প্রমাণ পাওয়ায় তিন ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার টাকা করে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা হলেন গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার বুলবুল হোসেনের ছেলে জনি আলম (৩০), কাটাভাঙ্গা গ্রামের সানোয়ার হোসেনের ছেলে শিতল হোসেন (৩৫) এবং

মাছ বাজারপাড়ার আহমেদ বিশ্বাসের ছেলে সুজন আহমেদ (৫০)।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী জানান, পৌরসভার রাস্তা ও ড্রেনের ওপর অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে আগুনে পুড়লো দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ীর

স্বপ্ন

গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে এক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী বসতবাড়িসহ গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে।

আজ রোববার সকাল ১১ সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া এলাকার মাছ ব্যবসায়ী হারান আলীর বসতঘরে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। হারান আলী ওই এলাকার চান আলী’র ছেলে। এঘটনায় ওই কৃষকের কমপক্ষে ৪ লাখ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী গৃহকর্তা।

অগ্নিকান্ডের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য শাহাবুদ্দীন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এসময় হারান আলীর ছোট বোন রঙ্গিলা ও স্বামী পরিত্যক্ত বাছেনা খাতুনের ঘরবাড়িও পুড়ে গেছে। জানা গেছে, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া বাসিন্দা হারান আলী পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী। সময়ে সময়ে তিনি দিনমজুরী কাজও করেন। তাদের বসতঘর লাগোয়া ছিল গরুর গোয়াল ঘর। আজ সকাল ১১ টার দিকে তার বোন রঙ্গিলা খাতুনের বসতঘরে বৈদ্যুতিক সটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটে। ওইসময় আগুন মুহূর্তে বসতঘর থেকে পাশের গোয়াল ঘর ও খড়ের গাদায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইউপি মেম্বর শাহাবুদ্দীন বলেন, ওইসময় বসতঘরে পরিবার সদস্যরা ছিলোনা। আগুন ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা পানি ছিটিয়ে নেভানোর পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। ততক্ষণে গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডে বসতঘরের সঙ্গে নগদ সাড়ে ৬ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনের পানিবাহি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ততক্ষনে কৃষক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী হারান আলী, রঙ্গিলা খাতুন ও বাছেনা খাতুনের সহায় সম্বল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে রয়েছে তিনটি পরিবারের সদস্যরা। গৃহকর্তা হারান আলী বলেন, আগুন লাগার সময় পরিবার সদস্যরা কেউ ছিলনা। আগুনে পুড়ে সবকিছু ভস্মিভূত হয়ে গেছে আমার।

কুষ্টিয়ায় মাছ ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় ৩ আসামি গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম ওরফে নান্নু
(৪৫) হত্যা মামলায় আরো তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার খিলগাঁও এলাকা থেকে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া র্যাব-১২, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার লে. কমান্ডার বি এন এম আবুল হাশেম সবুজ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের আতাহার আলীর ছেলে মো. সবুজ আলী (৪৩), হেলাল উদ্দিনের ছেলে মো. বাবু (২৫) ও মো. আতাহারের ছেলে মো. সুমন (৪২)।

নিহত নান্নু উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক।

কুষ্টিয়া র্যাব -১২, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার লে. কমান্ডার বিএন এম আবুল হাশেম সবুজ জানান, গত ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় ইফতার শেষে মোটরসাইকেল করে নান্নু কেশবপুর এলাকায় তার ইজারাকৃত পুকুরে মাছ পাহারা দিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে নান্নুকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে এবং কলাবাগানে লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই বাদী হয়ে কুমারখালী থানায় ১৬ জনকে আসামি করে মামলা করেন।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই দিন রাতেই নিহত নান্নুর সমর্থকরা বেশকিছু ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এসব ঘটনায় কুমারখালী থানায় দুইটি পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে।

হত্যা মামলায় ঘটনার দিন আটককৃত যদুবয়রা ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিজান গ্রেফতার হন। তিনি বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছেন।

চাঞ্চল্যকর নান্নু হত্যা মামলার পলাতক তিনজন আসামিকে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা শাখায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে রাস্তায় হাট জনদুর্ভোগ চরমে বড় দুর্ঘটনার আশংকা

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভাটাপড়া বাজারে প্রায় কোটি টাকা ব্যায়ে সেডসহ বিল্ডিং নির্মাণ করা হলেও মাছ ব্যবসায়ীরা সেটি ব্যবহার করছেন না। দেড় বছর ধরে তারা সড়কের ওপরে রমরমা ভাবে বেচা বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছেন।

সড়কের ওপর ব্যবসা খুলে বসায় পথচারিদের পোহাতে হচ্ছে নানা ভোগান্দি। সেই সাথে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকাও করা হচ্ছে। তবে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জানাগেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া বাজারে কোাট টাকা ব্যায়ে নির্মান করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি দৃষ্টি নন্দন বিল্ডিং ও সেড। সপ্তাহের প্রতি রবিবার ও বুধবার দু,দিন এখানকার হাট বসে। সকল ব্যবসায়ীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা হলেও মাছ ব্যবসায়ীরা রাস্তায় হাট বসাচ্ছেন। মাছ ব্যবসায়ীরা রাস্তায় ব্যবসা করার কারনে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। মাছ ব্যবসায়ীদের সাথে পথচারিদের বাকবিতন্ড লেগেই আছে।

মেহেরপুরের লেগুনা চালক আশরাফুল ইসলাম জানান,প্রতি রবি ও বুধবার রাস্তা দখল করে হাট বসানোর কারনে যানজট তৈরী হচ্ছে। এতে আমাদের সময় বেশি লাগছে এবং লেট ফাইন দিতে হচ্ছে। বাজারের সরকারি হাটের নির্দিষ্ট জায়গাতে হাট বসানোর জন্য দাবী করেন এই চালক।

ট্রাক চালক তারেক হোসেন জানান, রাস্তার দুই ধারে প্যালাসাইড দিয়েছিল সড়ক ও জনপদ বিভাগ। সেই সব প্যালাসাইড তুলে ফেলে দিয়েছে মাছ ব্যবসায়ীরা। প্রায় দেড় বছর ধরে রাস্তা দখল করে রেখেছে মাছ ব্যবসায়ীরা। যেন দেখার ও বলার কেই নেই।
আলমসাদু চালক হাসান জানান, আমি যাত্রী নিয়ে গাংনী থেকে মেহেরপুর যাচ্ছিলাম। ভাটপাড়া বাজারে এসে পৌঁছালে মাছ ব্যবসায়ীরা আমার যাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করে। ভাটপাড়া বাজার সংলগ্ন জন গুরুত্বপুর্ণ রাস্তাটি দখলমুক্ত করা না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা বলেন, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা করে মাছ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। এতে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমনকি কারো প্রাণহানিও হতে পারে। গাংনী উপজেলা প্রশাসন দ্রত ব্যবস্থা না নিলে জনদুর্ভোগ বাড়বে এবং বড়ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আমি বিষয়টি নিয়ে হাট ইজারাদারদের সাথে বসে সমাধানের চেষ্টা করবো।

ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় মাছ ব্যবসায়ী নিহত

ঝিনাইদহে বাসের ধাক্কায় জহির বিশ্বাস (৬০) নামের এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার সকালে শহরের চাকলাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জহির বিশ্বাস হরিণাকুন্ডু উপজেলা শাখারীদহ গ্রামের মৃত দানেশ বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে খুচরা মাছ ব্যবসায়ী জহির বিশ্বাস বাইসাইকেল যোগে ঝিনাইদহ শহরে আসছিলেন। পথিমধ্যে চাকলাপাড়া তসলিম ক্লিনিকে সামনে আসা মাত্রই শহর থেকে পুরাতন হাটখোলাগামী একটি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়। এতে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় ঘাতক বাসটি আটক হলেও চালক পলাতক রয়েছে। তবে চালককে আটকের জন্য পুলিশ চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুর শহরে রঞ্জন হালদারের আত্মহত্যা

মেহেরপুর শহরে রঞ্জন হালদার (৪০) নামের এক মাছ ব্যবসায়ী গলাই দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

রঞ্জন হালদার মেহেরপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড হালদারপাড়া এলাকার নেন্টু হালদারের ছেলে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার (২৯ জুন) সকালের দিকে মারা যান।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, ঋণ ও প্রচুর দায় দেনায় জর্জিত ছিল রঞ্জন হালদার। বিভিন্ন এনজিও ঋণ এবং সুদ কারবারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুকুর লিজ করে মাছ চাষ ও ব্যবসা চালাতেন রঞ্জন হালদার।

এনজিও ঋণ ও দায় দেনা শোধ করতে সে স্থানীয় সুদ কারবারীদের ফাঁদে পড়ে যায়। এখন এনজিও ঋণ ও সুদ কারবারীদের কাছে ৮/১০ লক্ষ টাকা ঋণি হয়ে পড়েছেন তিনি। এনজিও কিস্তি আর সুদের টাকা দিয়ে গিয়ে বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন রঞ্জন হালদার। হতাশা আর ঋণ পরিশোধের ভয়ে গত ২৭ জুন দুপুরে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

রঞ্জন হালাদারের স্ত্রী শান্তনা হালদার জানান, টাকা পয়সার জন্য পাওয়নাদাররা তার কাছে বারবার টাকা চাইতে আসতো।